কায়েদাতুল জিহাদ || কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

মুসলমানদের রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে উম্মাহ ও মুজাহিদীনের প্রতি নসিহত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেছেন-

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿النساء: ٩٣﴾

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।” (সূরা নিসা-৯৩)

নিশ্চয়ই মুসলমানদের রক্তের সংরক্ষণ, তাঁর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও পবিত্রতা বর্ণনা সংক্রান্ত শরঈ নসসমূহ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে মুসলমানদের রক্ত মহান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সংরক্ষিত থাকার দরুন শরঈ হক ব্যতিত কারো জন্য তাতে সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয়। তাছাড়া এটি ইসলামী শরীয়তের অন্যতম একটি মাকসাদও বটে।

সুতরাং আমরা আমাদের শামের উমারা (দায়িত্বশীলগণ) ও মুজাহিদীন ভাইদের প্রতি অনুরোধ করছি- আপনারা এই লড়াই বন্ধ করুন! আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহ’র নিকট বিচার প্রার্থনা করুন! আল্লাহর সীমারেখায় অবস্থান করুন! তা অতিক্রম করবেন না! আল্লাহর নির্দেশসমূহকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিন! তাঁর বিরোধিতা করবেন না! আপনারা আপনাদের শক্তি-সামর্থ্য ও যুদ্ধকে আপনাদের শত্রুদের প্রতিরোধের জন্য সংরক্ষণ করুন!

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿الأنفال: ٤٦﴾

“আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ‘আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে।” (সূরা আনফাল-৪৬)

হে উমারা ও দায়িত্বশীলগণ! আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এক বিরাট দায়িত্ব ও মহান আমানত অর্পণ করেছেন। সুতরাং জানকে সম্মান করার দ্বারা এই আমানতকে সংরক্ষণ করুন, যে জানকে আল্লাহ তাআলা শরঈ হক ব্যতিত নষ্ট করাকে হারাম করেছেন। জেনে রাখুন! অন্যায়ভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করার চেয়ে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক সহজ। আপনারা আপনাদের অনুসারীদেরকে অন্য মুসলমান ভাইদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের পোষণের (তা শুধু এই কারণে যে, তাঁরা অন্য গ্রুপের) পরিবর্তে মুসলমানদের রক্তের পবিত্রতার মর্যাদা সম্পর্কে দীক্ষা দিন!

হে নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলগণ! দুনিয়াবি বিষয়সমূহ, দলীয় অবস্থান এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারাসমূহের কারণে মুসলমানদের রক্তকে সস্তা মনে করবেন না! বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনকে সহজভাবে নিবেন না! তাছাড়া এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে আপনাদের কোন উপকার সাধন করবে না!

হে মুজাহিদ ভাই!

কায়েদাতুল জিহাদ || কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

মুসলমানদের রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে উম্মাহ ও মুজাহিদীনের প্রতি নসিহত

আপনি আপনার ভাইয়ের রক্তের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! জেনে রাখুন! আপনি আপনার ঘর-বাড়ি অথবা দেশ থেকে আপনার মুসলমান ভাইকে হত্যা করতে বের হননি! বরং নিশ্চয়ই আপনি দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বের হয়েছেন। আর আপনার কামনা-বাসনা ছিল নুসরাহ অথবা শাহাদাতবরণ করা।

ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আপনি নিজ হাতে যা কামাই করেছেন, তা নিয়ে আল্লাহর সামনে নিজেকে দণ্ডায়মান দেখতে পাবেন! তখন আপনি আল্লাহর সামনে মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে কী জবাব দিবেন? আপনি একাকিই তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হবেন, সেই সময় আপনার আমীর বা আপনার জামা 'আহ সাথে থাকবে না!

আপনি যাকে হত্যা করেছেন, যার রক্ত প্রবাহিত করেছেন, সে তাঁর মাথা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি এই লোককে জিজ্ঞাসা করুন- সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল? সেই কঠিন অবস্থায় আপনি আপনার রবের নিকট কী জবাব দিবেন?!

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿الأنبياء: ٤٧﴾

"আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

অনুরূপভাবে আপনি রাসূল সাল্লালাহু আল্লাইহি ওয়াসালামের বাণীকে ভয় করুন! তিনি হাদীসে পাকে ইরশাদ করেছেন-

عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ.

"আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলমানকে হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।" (সহীহ বুখারী-৭০৭২, সহীহ মুসলিম-২৬১৭)

সুতরাং আপনি কিভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করতে পারেন?! সাবধান! আল্লাহর বান্দাদের উপর জুলুম করা ও তাঁদের হুকুক সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন!

এই মর্মে অন্য একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

কায়েদাতুল জিহাদ || কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

মুসলমানদের রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে উম্মাহ ও মুজাহিদীনের প্রতি নসিহত

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "প্রত্যেক অপরাধ আশা করা যায় আল্লাহ তা 'আলা ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, অথবা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন মু' মিনকে হত্যা করবে"। (মুসনাদে আহমাদ-১৬৯০৭)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.

ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেনঃ "মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্তমনা থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোন হারাম (অবৈধ) রক্তপাতে লিপ্ত হয়"। (সহীহ বুখারী-৬৮৬২)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যেসব বিষয়ে কেউ নিজেকে লিপ্ত করার পরে তার ধ্বংস থেকে লিপ্ত ব্যক্তির বাঁচার কোন উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হচ্ছে হালাল ব্যতীত (বৈধতাবিহীন) হারাম রক্ত প্রবাহিত (অবৈধভাবে হত্যা করা) করা।" (সহীহ বুখারী-৬৮৬৩)

সাবধান! নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোকদের ভীতিপ্রদর্শন, অন্য মুসলমানদের হকের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন এবং নিরপরাধ লোকদের রক্ত প্রবাহিত করা থেকে বিরত থাকুন!

এই মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন-

عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ« إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ».

হযরত আহনাফ ইবনে কায়স (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে [হযরত আলী রাযি.] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবূ বাকরা (রাযি.) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন: 'ফিরে যাও। কারণ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, দু' জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে'। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।" (সহীহ বুখারী-৬৮৭৫)

হে আল্লাহ! আপনি মুসলমানদের অন্তরসমূহে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিন! তাঁদের কাতারগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে দিন! তাঁদেরকে সংশোধন করে দিন! তাঁদেরকে ফেতনা থেকে হেফাযত করুন! তাঁদের কথা-বার্তাকে এক করে দিন! এবং তাঁদের থেকে তাঁদের শত্রুদের চক্রান্তসমূহকে ফিরিয়ে দিন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

পরিশেষে বলছি- আপনারা ভালো করে জেনে রাখুন! এই রক্তের নিষ্পাপতা ও বোঝা আপনাদেরকে পরিপূর্ণরূপে বহন করতে হবে! সুতরাং রক্তের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন! জিহাদ ও মুজাহিদীনের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন!

আস-সাহাব মিডিয়া থেকে প্রকাশিত ও আন নাসর মিডিয়া কর্তৃক অনূদিত

কায়েদাতুল জিহাদ || কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

মুসলমানদের রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে উম্মাহ ও মুজাহিদীনের প্রতি নসিহত

২৬ শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরি
২০ জুলাই ২০১৭ ইংরেজি